Jarul: *Lagerstroemia speciosa* (L.) Martyn; Family- Lythraceae

This plant is also known with the botanical name *Lagerstroemia flos-reginae* in some earlier published flora and now correctly known as *Lagerstroemia speciosa* as accepted name. It has a common vernacular name Jarul in Bengali as well as Hindi and in English known as Pride of India, Queen-flower, Prinma, Queen Crape Myrtle, etc. It has vast distribution from India, China to Australia. In Hindi the jarul means the "queen of flowers" signifies the status and association of beauty as well as royalty. This plant is recognized as the state flower of Maharashtra, India. It is a fascinating tree with several unique features and thus considered as the national tree of the Philippines and is admire for its vibrant, showy flowers which are beloved by the bees and butterflies as pollinators. In Buddhism it is said to have been used as the tree for achieving enlightenment by some Buddhas. In Hindu mythology it is linked with the worship of Lord Brahma to bring the prosperity to the household. It is mentioned in the Ramayana and is believed to bring blessings to homes where its flowers are present. Moreover, in the Ramayana, specifically in the *Kishkinda* and *Aranya Kanda* sections, plant is mentioned by the name 'Syandana'. Jarul is a constructional timber of commercial importance used for planking, piles, bridges, boats, carts, furniture, wheels, boxes, etc. It has some medicinal uses too as leaves are purgative, diuretic, and deobstruent. The decoction of dried fruits and leaves is used in diabetes.

এই উদ্ভিদটিকে অতীতে কিছু প্রকাশিত ফ্লোরায় ল্যাজারস্ট্রোমিয়া ফ্লস-রেজিনী নামে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে বর্তমানে এটির সঠিক গৃহীত নাম ল্যাজারস্ট্রোমিয়া স্পেসিয়জা। বাংলায় ও হিন্দিতে বৃক্ষটির প্রচলিত নাম জারুল এবং ইংরেজিতে প্রাইড অফ ইন্ডিয়া, কুইন ফ্লাওয়ার, প্রিন্সেস, কুইন ক্রেপ মিরটেল ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। উদ্ভিদটি ভারত ও চীন থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। হিন্দিতে জারুল শব্দের অর্থ "ফুলের রানি",যেটি সৌন্দর্য ও রাজকীয় মর্যাদার প্রতীক নির্দেশ করে। এটি ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজ্যফুল হিসেবে স্বীকৃত।এটি একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বৃক্ষ, যার বেশ কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটিকে ফিলিপাইনের জাতীয় গাছ হিসেবে এটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এটির উজ্জ্বল, দৃষ্টিনন্দন ফুল মৌমাছি ও প্রজাপতির কাছে বিশেষভাবে প্রিয় । বৌদ্ধধর্মে বলা হয়, কিছু বুদ্ধ এই গাছের তলায় বসে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। হিন্দু পুরাণে এটি গৃহের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে আনতে ব্রহ্মার পূজার সঙ্গে যুক্ত। রামায়ণ-এ এটির উল্লেখ আছে এবং বিশ্বাস করা হয় যে যেখানে এই ফুল থাকে সেখানে আশীর্বাদ নেমে আসে। বিশেষত রামায়ণ-এটির কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ও অরণ্য কাণ্ড-এ এই গাছকে 'স্যান্দন' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। জারুল কাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক নির্মাণকাজের উপাদান—পাটাতন, শক্ত খুঁটি, সেতু, নৌকা, গাড়ি, আসবাবপত্র, চাকা, বাক্স ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।গাছটির কিছু ঔষধি গুণও রয়েছে—পাতা রেচক, মূত্রবর্ধক ও নালীর প্রতিবন্ধকতা দূর করে। শুকনো ফল ও পাতার ক্বাথ ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।